দাসত্ব নির্মূল বিষয়ক আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী - ২রা ডিসেম্বর ২০০২

সত্যিকার অর্থে দাসত্ব হলো সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সমস্যা, যা প্রথম মানবাধিকার বিষয়ক আইন প্রণয়নে ভূমিকা রাখে এবং প্রথম মানবাধিকার বিষয়ক বেসরকারী সংগঠন সৃষ্টির পথ সুগম করে। এবং তথাপি এই ঘৃণ্য কর্মকান্ড মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নতুন ও পুরাতন সকল ধরণের প্রতারণাপূর্ণ রূপে এখনও এর ব্যাপক চর্চা বিদ্যমান। মর্মপীড়াদায়ক এই চর্চার দীর্ঘ তালিকায় রয়েছে চিরাচরিত ক্রীতদাসত্ব, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ শ্রম, সামন্ত দাসত্ব এবং জবরদস্তিমূলক শ্রম, যার সাথে জড়িত রয়েছে শিশু, মহিলা এবং অভিবাসী এবং প্রায়শঃই তাদেরকে যৌন নিপীড়ন, গৃহদাসত্ব এবং সামাজিক আচার ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

জাতিসংঘের অন্যতম প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে সকল ধরণের দাসত্বের বিলোপ সাধন। আন্তর্জাতিক সংগঠিত অপরাধ বিরোধী জাতিসংঘ কনভেনশনের যে দুটো নতুন অপশনাল প্রোটোকল আন্তর্জাতিক আইনী কাঠামোতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, তা হলো : ব্যক্তি, বিশেষত নারী ও শিশুদের পাচার প্রতিরোধ, দমন ও এই অপরাধের শাস্তি প্রদান বিষয়ক প্রোটোকল এবং স্থল, বায়ু ও আকাশ পথে অভিবাসীদের বেআইনী অনুপ্রবেশ বিরোধী প্রোটোকল। আমি রাষ্ট্রসমূহকে এই প্রোটোকলসমূহের পাশাপাশি মানবাধিকার বিষয়ক অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইনসমূহ বলবৎ ও বাস্তবায়ন করার আহবান জানাই। এদিকে মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের কার্যালয় সম্প্রতি "মানব পাচার বিরোধী নীতিমালা ও নির্দেশনা" প্রণয়ন করেছে, যার আওতায় রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক পাচারের শিকার মানুষদের পাচার হওয়া প্রতিরোধ করা এবং এদের সুরক্ষা ও সহায়তা প্রদানের পথ সুগম হলো।

দাসত্ব ও দাসত্ব-সদৃশ চর্চাগুলো মোকাবেলার লক্ষ্যে পরিচালিত কার্যক্রমকে কেবল বিচার ও আইন প্রয়োগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। দারিদ্র্যের মতো সামাজিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করা, যা মানুষকে শোষণের ক্ষেত্রে নাজুক করে তোলে, এবং জনগণকে তাদের নিজেদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে ক্ষমতায়ন করার মাধ্যমে দাসত্ব বিলোপে আমরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারি।

সমসাময়িক দাসত্ব বিষয়ক স্বেচ্ছামূলক ট্রাষ্ট তহবিল এনজিওসমূহকে দাসত্বের শিকার মানুষদেরকে মানবিক, আইনগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে অনুদান প্রদান করে এবং এনজিও প্রতিনিধিবর্গ ও দাসত্বের শিকার মানুষদেরকে সমসাময়িক দাসত্ব বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের পরিকল্পনায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়। ২০০৩ সাল নাগাদ তহবিলের কার্যক্রম বাবদ ৩০০,০০০ ডলারের প্রয়োজন হলেও এযাবত কেবল অর্ধেক পরিমান অর্থ সংগৃহীত হয়েছে। আমি সকল সরকার, এনজিও এবং অন্যান্য ব্যক্তিমালিকানাধীন ও সরকারী প্রতিষ্ঠানকে এই তহবিল গঠনে অবদান রাখার মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানে তাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণের আহবান জানাই।

মানুষ সম্পত্তি নয়। দাসত্ব বিলোপ বিষয়ক আন্তর্জাতিক দিবসে আসুন আমরা সবাই সকল নারী, পুরুষ ও শিশুদের মর্যাদার উত্তরাধিকারকে স্বীকৃতি দিই। আসুন " কাউকেই দাসত্ব বা অধীন করা চলবে না" বিষয়ক মানবাধিকার সম্পর্কিত বিশ্বজনীন ঘোষণা বাস্ত বায়নে আমরা জোরালো প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি।

** ** **